Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.53-64
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিক : ইতিহাসের অভ্যন্তরে সাহিত্য ও সমাজ

সঞ্জয়কুমার দাস
পি.এইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারতবর্ষ

Abstract

Although it appears in the latter part of the second decade of the twenty-first century, it is safe to say that not even one percent of the books that have been fortunate enough to have numerical enormity have a pen and ink to discuss Nani Bhowmik (1921-1996). But actually he is a prominent writer. And the literature in which part Nani Bhowmik's presence has attracted the reader's attention is definitely fiction. But the reader should know that Nani Bhowmik's talent is no less as aessayist. Although he did not go far in the literary-sea, but he gave his level-best on essay writing. His five essays published in 'Parichay' little magazine. His essays easily captivate the minds of the dilettante. Honestly, if separates history from Nani Bhowmik, then there will be no difference between of camphor and him.

In this discussion, I want to establish the 'Essayist Nani Bhowmik' with the information and proof in the whole of my erudition.

বাংলা সাহিত্যে গদ্যভাষা প্রয়োগের প্রস্তুতি পর্ব সরণি অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক পর্বের পরিধিতে প্রবন্ধ সাহিত্যের যে বিচরণভূমি, সেই বিচরণভূমিতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর থেকে বুদ্ধদেব বসুর স্থান গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনাকে আবর্তন করে নির্মেদ প্রবন্ধের অবতারণায় মূলত কবিরা অগ্রণী ভূমিকা পালনে যথেষ্ট যত্নবান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বিষ্ণু দে প্রমুখের নাম বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। ননী ভৌমিকের কবিখ্যাতি সর্বজনবিদিত না হলেও হাতে গোনা মাত্র ৫ (পাঁচ)টি প্রবন্ধেই সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার যে নিগূঢ় গ্রন্থিল বিষয় থেকে বিষয়ান্তর তিনি প্রবন্ধ পঞ্চমীতে উপস্থাপন করেছেন, তাতে কথাকার ননী ভৌমিক পরিচয়ের সাথে অনায়াসে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে 'প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিক'-এর শিরোপা। সমসাময়িক আবেষ্টনীতে যা সর্বৈব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ননী ভৌমিকের প্রাবন্ধিক সত্ত্বাটিকে চিনে নিতে প্রাপ্ত পাঁচটি প্রবন্ধই যথেষ্ট। প্রবন্ধের তাত্ত্বিকতায় প্রবেশ না করে শ্রেণিগত পথনির্দেশিকাতেই মনোনিবেশ এখন কাম্য। সেই কমনীয়তাতেই বলা যেতে পারে, ননী ভৌমিক কার্যত বস্তুনিষ্ঠ/ তন্ময় প্রবন্ধের দৃঢ় প্রাচীরেই আপন প্রবন্ধের কুঁড়েঘর রচনা করেছেন। তবে প্রবন্ধের কুঁড়েঘর রচনার পরিবর্তে প্রবন্ধের অট্টালিকা নির্মাণে ব্যর্থতা না প্রতিবন্ধকতা - কোন বিষয়টি ফলপ্রসূ - এ প্রশ্ন সাহিত্যপিপাসু চিত্তে জাগবেই। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি সাহিত্যজীবনের প্রায় চতুর্পঞ্চমাংশ জীবন ননী ভৌমিক অতিবাহিত করেছেন সুদূর মস্কোয়, অনুবাদকর্মে

ব্যাপৃত থেকে। প্রাপ্ত ৫ (পাঁচ)টি প্রবন্ধের মধ্যে ৪ (চার)টি প্রবন্ধই প্রাক্-মস্কো পর্বে কলকাতাতে থাকাকালীন সময়ে লেখা। বলা ভালো 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে লেখা। কেবলমাত্র ১ (এক)টি প্রবন্ধ মস্কো পর্বে লেখা। মস্কো পর্বে লিখিত প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস। সংখ্যাধিক্যতার গভীরে হরিণ হওয়ার সুযোগ না থাকলেও প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিকের স্বতন্ত্রতা সত্যই প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ কমিউনিস্ট ননীবাবুর প্রাবন্ধিক সত্ত্বাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেই পারেন, কিন্তু সে সকল প্রশ্ন প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিকের পাণ্ডিত্যকে ম্লানে অপারগ।

একদা সমালোচক বিষ্ণু দে কোনো এক রাজনৈতিক ভাবাদর্শে দীক্ষিত ব্যক্তির সাহিত্য সমালোচনার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আবার এই বিষ্ণু দে মহাশয়ই সমালোচক সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর উগ্র-আধুনিকতার সমালোচনা করে লিখেছিলেন, 'এই উগ্রতার জন্যই বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর নাতিহ্রস্ব কবিদের তালিকায় অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাতিল ? যেমন গল্পের তালিকায় ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্র মিত্র, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি অপাংক্তেয় কিম্বা নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের নাম অনুচ্চার্য।'[১] আর সাহিত্য-সমালোচক অশোক মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্য সমালোচক ননী ভৌমিক' শীর্ষকে লিখেছেন 'সমসাময়িক রাজনীতির লক্ষণরেখায় ননী ভৌমিক আটকে পড়েছিলেন।'[২] তবে আমাদের মনে হয় রাজনীতির লক্ষণরেখায় ননীবাবুর আটকে পড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা, দেশ ও দশের প্রতি কল্যাণকামী কর্তব্যের দায় তিনি স্বেচ্ছায় আমৃত্যু বহন করে চলেছিলেন। পাঠক সমাজ সস্মৃতির দ্বারে আঘাত করে ক'জন বাঙালি সাহিত্যিকের নাম উচ্চারণ করতে পারবেন, যারা দেশের কল্যাণে কারাবাস করেছেন। 'অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে'[৩] খ্যাতির আশায় অমর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নজরুল ইসলাম বা ননী ভৌমিকের মসিচালনা নয়। 'প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/ যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।'[৪] লেখার সাহস দেখান নজরুল ইসলাম আর 'যারা দেশকে ভালবাসতে পারে না তাদের ঘেন্না করা ছাড়া আর কী করব'[৫] বলার ক্ষমতা ধরেন ননী ভৌমিকই। নিরপেক্ষ পাঠক ননী ভৌমিকের এই মন্তব্যে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন তুলতেই পারেন কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁদের এও স্মরণে রাখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে সকল সাহিত্যই পক্ষপাতিত্বের কেতনতলে রচিত।

একথা ঠিক মার্কসবাদী চিন্তাধারা আমৃত্যু ননী ভৌমিকের মস্তিষ্কে বসবাস করেছে। কিন্তু তাতে কোন অপরাধ নেই। '*শব্দের জাদুকর*' একালের সর্বোত্তম সাহিত্য-সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয় 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব' গ্রন্থের 'মার্ক্সীয় সাহিত্যবীক্ষা' শীর্ষক আলোচনার শুরুতেই বলেছেন, 'অন্য যেকোনো তথ্য প্রস্থানের তুলনায় মার্ক্সবাদ অনুপ্রাণিত সাহিত্য-ভাবনার ইতিহাস সবচেয়ে দীর্ঘায়ত এবং অন্তর্বস্তুর বিচারে সবচেয়ে গ্রন্থিল। এর মধ্যে রয়েছে নানা পর্যায়, নানা স্তর, নানা বিভঙ্গ। কাল থেকে কালান্তরে যত বিবর্তিত হয়েছে মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, মার্ক্সীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যেও ঘটে গেছে অভূতপূর্ব রূপান্তর। সাহিত্য-নন্দন-ইতিহাস-দর্শন অর্থাৎ মানববিশ্বের এমন কোনো দিক নেই, যার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষা বারবার জীবনের নতুন তাৎপর্য খুঁজে নিতে চায়নি। অথচ রাজনৈতিক কারণে মার্কসবাদের এই রূপান্তর প্রবণতা সবার কাছে সমান গুরুত্ব পায়নি। আংশিক ব্যাখ্যা ও ভুল বিশ্লেষণে মার্ক্সবাদের সাথে বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বের নিগূঢ়তম সম্পর্কও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।'[৬] প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমাজকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদ - এই বিশ্বাসের ভিতেই রচিত বামপন্থী আন্দোলনের বীজ। মার্কসবাদের কেন্দ্রভূমি হল শ্রেণি সম্পর্কিত ধারণা। তবে আর্ট ও সাহিত্য ইতিহাসের

দ্বারা প্রভাবিত হয় - এ ধারণা অঙ্কুরিত হয় মার্কস-এঙ্গেলসের বহু পূর্বেই। মার্কস-এঙ্গেলস সেই ধারণা সংস্কৃত করে নব সাজে পেশ করেন দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদ নামে। ননী ভৌমিকের বিশ্বাস ও দর্শনের ভিত্তি মার্কসবাদ। ফলত তাঁর চিন্তা-জগৎ ও সাহিত্য-জগৎ আলোকিত করে আছে মার্কসবাদ। তপোধীর ভট্টাচার্যের কথায়, বিশ্ব-সাহিত্যতত্ত্বের এমন কোনো প্রকরণ নেই যা মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাই কেবলমাত্র রাজনৈতিক রঙ দেখিয়ে ননী ভৌমিকের প্রবন্ধ-চর্চাকে একপেশে করে রাখা অসমীচীন।

একথা বলার কারণ, সাহিত্য সেবার পাশাপাশি ননী ভৌমিক একজন দক্ষ রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক। তাই স্বাভাবিকতার বশেই তাঁর সৃষ্টিতে মার্কসবাদ পাল তোলে প্রকরণের বাছবিচার না করেই। ননী ভৌমিক রচিত প্রবন্ধাদিও সেই স্বাভাবিকতায় অনতিক্রম্য। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলি একটি তালিকায় তুলে ধরা যেতে পারে -

প্রবন্ধের নাম	**প্রকাশ স্থল**	**প্রথম প্রকাশ কাল**
বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা	*পরিচয়*	*অগ্রহায়ণ*, ১৩৫৯
সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি প্রসঙ্গে	*পরিচয়*	ফাল্গুন, ১৩৫৯
শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে স্তালিন	*পরিচয়*	চৈত্র, ১৩৫৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথসন্ধান	*পরিচয়*	*চৈত্র*, ১৩৬০
স্তালিনের পরে	*পরিচয়*	*শ্রাবণ*, ১৩৬৮

তালিকা প্রদত্ত প্রবন্ধ-পঞ্চমীর (যদিও প্রকাশগত সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে আমারা কেবলমাত্র ননী ভৌমিকের প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা'কে কেন্দ্র করেই এ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব।) ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম সত্বেও সকল প্রবন্ধই একটি সূত্রে গ্রথিত। সে সূত্রটির নাম মার্কসবাদ। সেইসঙ্গে এও স্মরণীয় যে, প্রবন্ধ-পঞ্চমীর বিষয়ানুষঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি। কেননা; মার্কসবাদ কোনো বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা নয়, সৃজনশীল বিজ্ঞান। যে সৃজনশীল বিজ্ঞানের ছাত্র ননী ভৌমিক লব্ধ শিক্ষাকে বহন করেই চলেননি, তাকে বাহনরূপে ব্যবহারেও সমান পারঙ্গম। তাই তিনি বারংবার বলেন, কার্ল মার্কস কথিত 'according to the laws of beauty'-র কথা। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রেখেই প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিকের প্রবন্ধ থেকে তুলে আনতে চাই মার্কসবাদের বীজ এবং তা অবশ্যই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। কেননা; সমসাময়িক ইতিহাসকে আড়াল করে প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিককে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করা একপ্রকার অসম্ভব। তাছাড়া 'মার্ক্সবাদ সম্পর্কে যতই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও যান্ত্রিকতার অভিযোগ তুলে ধরা হোক, মার্ক্সীয় চিন্তা-পরম্পরা এখনও পর্যন্ত মানবিক সত্যের সন্ধান অক্ষুন্ন রেখেছে।'[৭]

পূর্বোক্ত ক্রমানুযায়ী ননী ভৌমিক সৃষ্ট প্রথম প্রবন্ধটি হল 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা'। প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে বলা যেতে পারে, এটিই ননীবাবু লিখিত প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়, 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রাহায়ন সংখ্যায় (২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা)। তবে এ প্রবন্ধ সৃষ্টির বছর সাতেক পূর্বেই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই পুস্তক পরিচয় বিভাগে নাতিদীর্ঘ সমালোচনাত্মক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিকের হাতেখড়ি। লক্ষ্য করার বিষয়, 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকেই

গোপাল হালদারের সাথে যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয় ননী ভৌমিকের কাঁধে। অর্থাৎ যুগ্ম-সম্পাদকরূপে অবতরণের প্রথম সংখ্যাতেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত। তবে সংখ্যাটিতে কেবলমাত্র ননী ভৌমিকের প্রবন্ধই নয় পুস্তক পরিচয় বিভাগেও কবি অজিত দত্ত ও জি.এ. খান সম্পাদিত গল্প সংকলন 'সবার উপরে' এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'আগামী' পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনা 'মৈত্রীর জন্য' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। যার লেখক স্বয়ং ননী ভৌমিক।

পরবর্তীতে গৌতম অধিকারী মহাশয়ের যোগ্য সম্পাদনায় 'কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা এক'-এ প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় ১৪১৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়। পরিচয় পত্রিকার ১৬ (ষোলো) পৃষ্ঠা (৩৪১-৩৫৬) জুড়ে প্রবন্ধটির বিস্তার। দীর্ঘ প্রবন্ধটির পর্যায়ক্রমিক আলোচনা 'স্বাভাবিকবাদ বনাম বাস্তববাদ', 'প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র', 'মর্ম গ্রহণের সমস্যা', 'সক্রিয় ভূমিকা', 'ভাবসম্পদ', 'অস্তিবাচক দিক', 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা' এবং 'উপসংহার' শিরোনামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। নামকরণ যেহেতু সাহিত্যে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি, সেহেতু প্রাথমিকভাবে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না যে, মার্কসবাদ কথিত বাস্তববাদই ননী ভৌমিকের স্মর্তব্য বিষয়। তবে শুধুমাত্র ননী ভৌমিকই নন, তাঁর বহু পূর্বেই বস্তুবাদ মার্কসবাদী সাহিত্যচিন্তনকে আলোড়িত করেছে। বিশ-শতকীয় বাংলা সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার পসরা সাজিয়ে বাস্তববাদী বাংলা সাহিত্য ধারা প্রচলনের গর্ব অনুভব করেন যে সকল কবি-সাহিত্যিক, তাঁদের পরিমিত পরিধি কল্লোল ও কালি-কলমকে বেষ্টন করে। কিন্তু ননী ভৌমিক কল্লোল ও কালি-কলমীয় বস্তি-সাহিত্যকে বাস্তববাদী সাহিত্যরূপে গ্রহণে নিমরাজি। তাঁর কথায়, 'অনেকের ধারণা যে বাস্তববাদ সম্ভবত সমাজের নোংরা দিকটি নিয়েই শুধু লিখবে। এই হিসেবে কল্লোল-গোষ্ঠীর সমসাময়িক বস্তি-সাহিত্য থেকে শুরু করে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক লেখকে 'বুভুক্ষু পৃথিবী'র ভিখিরি-জগতের একঘেয়ে বিকৃত বর্ণনা - সবই বাস্তববাদী বলে চলিত। কেউ ভাবেন এর একমাত্র গুণই বুঝি প্রচার। সুতরাং উচ্চকণ্ঠে রাজনৈতিক ঘোষণামাত্রই বাস্তববাদী বলে অনেকে ভুল করেন। কেউ ভাবেন 'যদৃদৃষ্টং তল্লিখিতং'-ই হল শেষকথা।'[৮] তত্ত্বগতভাবে যে কী পরিমান পাণ্ডিত্য ভর করে ননীবাবু এ বিষয়ে আলোচনার ধৃষ্টতা দেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রবন্ধটির সূচনাতেই 'বাস্তববাদ' সম্পর্কে ননী ভৌমিকের পর্যালোচনা 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বাস্তববাদ কথাটি যেন আজকাল একটু কম শোনা যাচ্ছে।'[৯] ননী ভৌমিকের মন্তব্যটির সারবত্তা অনুসন্ধানে নজর কাড়বে প্রবন্ধটি প্রকাশের পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা। সাহিত্যপিপাসু পাঠক-সমাজে প্রবন্ধটি কী পরিমাণ দাগ কেটেছিল তার প্রমাণ দেয় 'পরিচয়' পত্রিকার পাঠক-গোষ্ঠী। পৌষ সংখ্যার পাঠক-গোষ্ঠীতে চারজন পাঠকের মতামত মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য চারজন পাঠকের মতামত চতুষ্টয়ই ননী ভৌমিকের উক্ত প্রবন্ধকেন্দ্রিক। শাহাপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতির পক্ষে সুনীল গোস্বামী লিখেছেন, 'সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা (অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত) পড়লাম। পড়ে খুশি হলাম। সহজভাবে আপনার বক্তব্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। আশাকরি প্রগতি লেখকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে।'[১০]

আবার জনৈক পাঠক লিখেছেন, '(বাস্তববাদ নিয়ে লেখাটির) লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকে তিনি সাধারণের এবং নব্য শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দৃষ্টি ফেরাবার প্রথম প্রয়াস করেছেন বলে। সব থেকে বড় কথা সমস্যাটি ঠিকভাবে নির্ণীত হবার পথে যাচ্ছে।'[১১] আর দ্বিতীয় জনৈক পাঠকের মতামতে গুরুত্ব পেয়েছে বাস্তবতার প্রাসঙ্গিক আলোচনা, 'পরিচয়ে বাস্তববাদ

নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আশাকরি তা চলবে।'[১২] তৃতীয় জনৈক পাঠকের অভিব্যক্তি, 'প্রবন্ধটি স্থানে স্থানে বিতর্কমূলক। তবু সুখপাঠ্য, বিশ্লেষণধর্মী এবং ভাবসমৃদ্ধ। ... এদেশের কৃষ্টির সঙ্গে যোগের প্রয়াস রয়েছে। আপনাদের এ চিন্তাকে সাদর সম্ভাষণ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না।'[১৩]

বলাবাহুল্য, প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশের এক বৎসর ব্যাপী 'পরিচয়ে'র পাঠক-গোষ্ঠীর চর্চামগ্ন ছিল। আমরা ইতিমধ্যেই চারজন পাঠকের মতামত উপস্থাপন করেছি। এখন পাঠক-গোষ্ঠীর যে মতামতটি উপস্থাপনে প্রয়াসী , সেটি প্রকাশিত হয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকাতেই। এ সংখ্যায় পাঠক-গোষ্ঠীতে 'আঙ্গিক ও ভাবসম্পদ' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়। যার লেখক দিলীপ কুমার বিশ্বাস। ঠিকানা লখনৌ। তিনি লিখেছেন, 'পরিচয়'-এ গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ননী ভৌমিক মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা' প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি পড়ে আমরা আনন্দিত হলাম। বলাবাহুল্য আজকের দিনে প্রবন্ধটির গুরুত্ব তর্কাতীত।'[১৪] আবার সালকিয়া থেকে শ্রী প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''পরিচয়'এ 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদ' প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটি যে মূলত একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সমস্ত বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে, তাতে সন্দেহ নাই।'[১৫]

এসকল দৃষ্টান্তের বাইরেও ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ফাগুন সংখ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকার পাঠক-গোষ্ঠীতে 'বাস্তববাদ প্রসঙ্গে' রচনাটির মধ্য দিয়ে আশীষ বর্মণ মহাশয় ননী ভৌমিক লিখিত প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে লিখেছেন, 'গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা পরিচয়ে শ্রীযুক্ত ননী ভৌমিক মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কীয় ভাববাদী বিপজ্জনক প্রবন্ধটি পড়ে আমরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছি।'[১৬] অবশ্য আশীষ বর্মণ মহাশয়ের এ পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় ননী ভৌমিকের অভিব্যক্তি, 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা' (বাস্তবতা নয়) শীর্ষক আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীযুত আশীষ বর্মণের মৌল আপত্তি এই যে, আমার বাস্তববাদ একটা বস্তুবাদী দর্শনকে ভিত্তি করেছে।' দুর্ভাগ্যক্রমে এটিতে তাঁর আপত্তি হলেও এইটেই মার্ক্সবাদীদের মূল বৈশিষ্ট্য।[১৭]

শুধু তাই নয়, আশীষ বর্মণ উত্থিত সকল যুক্তি খণ্ডনে ননী ভৌমিকের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট,' আশীষবাবুর আপত্তির অর্থ তাই দাঁড়ায় যে, তর্কের সুবিধার জন্য এঙ্গেলস্ স্টালিন উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে তিনি এই মূল মার্ক্সবাদী সূত্রপাতটুকু মানতে রাজী নন। এবং এই না মানাটাই যে নায্য, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি 'বাস্তববাদ' কথাটিকে নিজের খুশিমত অর্থে মানে করেছেন। বাস্তববাদ নামক তত্ত্বটিকে বাস্তবতা ও বাস্তবধর্মী শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে এক করে গুলিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তা গুলিয়ে ফেললে কলহের সুবিধা হলেও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুবিধা হয় না। যাতে তা কেউ গুলিয়ে না ফেলেন, তারজন্য আমি প্রবন্ধের সূত্রপাতই করেছি এই বলে যে... মার্ক্সবাদের সাহিত্যতত্ত্ব হল বাস্তববাদ'। অন্যান্য ধারণার সঙ্গে তার তফাত করার জন্য 'প্রকৃত' কথাটি যোগ করে বলেছি 'প্রকৃত বাস্তববাদ হল...' ইত্যাদি। আশীষবাবু জিনিসটাকে গুলিয়ে না ফেললে হয়তো বুঝবেন যে টলস্তয় প্রভৃতি বাস্তববাদী শিল্পী মার্কসবাদী না হলেও বাস্তববাদ নামক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির মার্ক্সবাদী না হয়ে উপায় নেই।'[১৮]

ননী ভৌমিকের মন্তব্যে এ মনে করার কোন কারণ নেই যে, আশীষবাবুর সমালোচনাকে ননীবাবু সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। বরং আশীষবাবুর সমালোচনাও যে ননীবাবুকে শিক্ষা দিয়েছে তার স্বীকৃতি স্বয়ং ননী ভৌমিকের কথাতেই স্পষ্ট, 'তবু আশীষবাবুর চিঠি থেকে মনে হয়েছে, যে আমার প্রবন্ধে কতকগুলি বিষয় হয়ত আমি আরো স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। পরে সুযোগ হলে তা আমি বা যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি চেষ্টা করবেন।'[১৯]

এসকল পাঠক প্রতিক্রিয়াই জানান দেয় ননী ভৌমিকের প্রবন্ধটি পাঠক-সমাজে কীরূপে সমাদৃত। এবারে প্রবন্ধটির পাঠবস্তুতে প্রবেশের পালা। কিন্তু পাঠবস্তুতে প্রবেশের পূর্বেই যে প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সে প্রশ্নটি স্বয়ং ননী ভৌমিকও উত্থাপন করেছেন, 'তা হলে প্রকৃত বাস্তববাদ কী ?'[২০] তবে দু'এক কথায় বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ বিষয় নয়। বাস্তববাদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বহুমাত্রিকতাকে অন্বিষ্ট বাস্তবের মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ যখন এর বিচিত্র অভিব্যক্তি থেকে দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের তত্ত্বায়ণ গড়ে ওঠে, তাকে আমরা বাস্তববাদের অভিধা দিই ।'[২১] ননী ভৌমিক বর্তমান প্রবন্ধে একথারই সরলীকরণ করে লিখেছেন, 'প্রকৃত বাস্তববাদ হল সাহিত্যে প্রকৃতই বাস্তবকে প্রতিফলিত করা। লেখকের আত্মগত ধারণাপ্রসূত কোনো 'পরমমূল্য', 'শ্বাশত মূল্য', 'রসমূল্য' এবং কল্পিত কোনো 'বিপ্লবী মূল্যে'র পিছনে সাহিত্যকে ধাবিত করা নয়; উলটো; বাস্তবের লেখকের আত্মগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ বাস্তবজগৎ, তাঁর জীবন ও সমাজের বিষয়বস্তু, অবয়ব ও মূল মর্মকে প্রতিবিম্বিত করাই হল বাস্তববাদের ধর্ম।'[২২]

সাহিত্যে বাস্তববাদ বিষয়টি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিক। যার প্রথম পর্যায় 'স্বাভাবিকবাদ বনাম বাস্তববাদ'। পর্যায়ভিত্তিক নামকরণে যে অব্যয়টি ব্যবহৃত, তাতেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি 'বনাম'। বিষয়ের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ও যথার্থ চিত্রায়নই বাস্তববাদের একটি অন্যতম লক্ষ্যণ ঠিকই কিন্তু একমাত্র নয়। স্মরণীয়, ননী ভৌমিক প্রবন্ধের সূচনাতেই জানিয়েছিলেন, ইদানিং কালের সাহিত্যালোচনায় বাস্তববাদের অনুপস্থিতির কথা। এর অর্থ দাঁড়ায় অতীতে যা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলের সাহিত্য-ভূবনে ডুব দিয়ে বাস্তববাদের সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন স্বয়ং ননী ভৌমিক। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গোরা', 'পল্লীসমাজ'-এর কথা। তাঁর মতে, 'লেখকদের ধারণায় আদর্শগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এইসব পটভূমিকায় যে গোরা, রমেশ, রমা, আনন্দময়ী, কুন্দ, রোহিনী প্রভৃতিকে অঙ্কিত করা হয়েছে - তারা মূলত তদানীন্তন সমাজের এক একটি বাস্তব বিকাশেরই প্রতিভূ। এঁদের জীবনে নানা ঘটনা আছে। কিন্তু লেখকরা বেছে নিয়েছেন শুধু সেইসব ঘটনা যা তদানীন্তন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম।'[২৩] পক্ষান্তরে বিশ্বসাহিত্য থেকে শুরু করে তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বাস্তববাদের নাম করে খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনায় পাতার পর পাতা ফর্মাবদ্ধ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাকে 'বাস্তববাদ' অভিধায় ভূষিত করতে ননী ভৌমিক নিমরাজি। দৃষ্টান্ত হিসেবে ননীবাবু আইরিশ লেখক কবি জেমস জয়েসের কালজয়ী উপন্যাস 'ইউলিসিসে'র(১৯২২) উপস্থাপনে উদ্যোগী। মাত্র একদিনের ঘটনা প্রবাহে উপন্যাস কাহিনীর বিস্তৃতি। সকল বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো কোনো সংস্করণে গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা সহস্রাধিক। প্রাবন্ধিকের মতে, 'নির্বাচনহীন ঘটনাপুঞ্জ, স্ফুট অস্ফুট যৌনচিন্তা থেকে রুশ-জাপান যুদ্ধের চিরাচরিত স্মৃতি, ব্যারেলের গড়ানোর শব্দ থেকে মলত্যাগের হুবহু বর্ণনায়'[২৪] আদ্যপ্রান্ত গড়ে ওঠা উপন্যাসটিতে ননীবাবু বাস্তববাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। আপাতভাবে এ বৃত্তান্ত বাস্তববাদ বলে সমাদৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে বাস্তববাদ না বলে স্বাভাবিকবাদ বলাই শ্রেয় - ঠিক এমনটাই মনে করেন ননী ভৌমিক।

শুধু বিশ্বসাহিত্যেই নয়, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা রাজ্যে এসে পড়েছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। প্রথমটিতে তারাশঙ্করবাবু উপকথার বর্ণনায় পাতার পর পাতা জুড়ে শুধু বীরভূমের কাহার

সম্প্রদায়ের নানা উপাচার ও সংস্কৃতির বিবরণ দিয়ে গেছেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই উপস্থাপনে 'বাস্তব অনুপাত ও সংগ্রামের সঠিক প্রতিচ্ছবি এই উপকথার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত'[২৫] বলেই ননী ভৌমিকের বিশ্বাস। আবার শক্তিমান লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী প্রসঙ্গে ননীবাবুর ধারণা, 'একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিক-ভৌগলিক পরিস্থিতিতে ঢোঁরাইয়ের বিকাশ লেখকের লক্ষ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক পাতার পর পাতা জুড়ে শুধু খুঁটিনাটি বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের দিকে আদৌ দৃষ্টি পড়েনি। ফলে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকবাদের একটি আধুনিক ঝোঁককেই জোরদার করেছে।'[২৬] এ আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় স্বাভাবিকবাদ ও বাস্তববাদের মূল্যায়নের ননীবাবুর দক্ষতা। কেননা খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা স্বাভাবিকবাদ (Naturalism) বা বাস্তববাদ (Realism) উভয়বাদেই বর্তমান। কিন্তু বাস্তববাদের খুঁটিনাটি বিষয়ে অবতারণা করা হয় 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রের জীবন্ত রূপায়নের প্রয়োজনেই বাস্তবতার মূল সত্য ও মর্ম উদ্ঘাটনের সার্থকতায়।'[২৭]

'চরিত্রের জীবন্ত রূপায়ন' প্রসঙ্গেই উত্থিত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় 'প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র'। সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষ। সাহিত্যের উপাদানও বটে। সাহিত্যের উপাদানরূপে মানুষ চরিত্রে পর্যবসিত হয়। সাহিত্যে, বিশেষত কথাসাহিত্যে চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদিও কোনো কোনো তাত্ত্বিক সাহিত্যে ঘটনাকে অধিক গুরুত্ব দেন তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। বরং বলা যায় একে অপরের পরিপূরক। প্রথম পর্যায়ের নির্যাসটুকু আত্মস্থ করেই দ্বিতীয় পর্যায়ে মনোনিবেশ। এ পর্যায়ে ননী ভৌমিক দুই শ্রেণির চরিত্রের কথা বলেছেন। যথা, টিপিক্যাল চরিত্র ও টাইপ চরিত্র। তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে টিপিক্যাল ও টাইপ চরিত্রের মূলগত বৈসাদৃশ্যটি তুলে ধরেছেন সাবলীল ভাষায়। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে ভাঁড়ুদত্ত, চাঁদ সদাগর, তোরাপ এবং গোরার ন্যায় চরিত্রের নাম; যারা বাস্তবতার সূত্র ধরেই টিপিক্যাল চরিত্রের জগতে স্বমহিমায় ভাস্বর। অপরপক্ষে 'বুভুক্ষু পৃথিবী' ও 'তিনশূন্যে'র কোনো চরিত্রই যে টিপিক্যালে উত্তীর্ণ হয়নি সেটাও জানাতে ভোলেননি প্রাবন্ধিক । আরও বলেন তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের টাইপ চরিত্রের ভিড়ে যেন লেখকরা গা ভাসাতে চাইছেন । তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, প্রগতিশীল শিল্পীদের টাইপ চরিত্র নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা দেখে । এসকল কথা নিন্দুকের ন্যায় তিনি বলেননি, সমালোচকের ন্যায় যুক্তি দিয়ে বজায় রেখেছেন তার প্রামাণিকতাও। এ পর্যায়ের অন্তিমে মার্কসবাদের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, 'নির্দিষ্ট সামাজিক শক্তির ধর্মটিকে যা সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে, তাই টিপিক্যাল।'[২৮]

তৃতীয় পর্যায়ের মর্মের কথা। যেখানে তিনি সত্যের প্রকৃতিগত প্রতিষ্ঠা করতে অভিলাষী। সত্য প্রকাশে জ্ঞানের প্রয়োজন। বস্তুজগতে কখনও কখনও এমন কিছু প্রত্যক্ষগোচর হয় যা সত্য নয় । নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের মনে যে ধারণা জন্মে, তা জ্ঞান নয়, জ্ঞানের প্রথম স্তর । ননী ভৌমিক যে স্তরকে অনুভূতির স্তর বলতে চেয়েছেন। অনুভূতির স্তরে থাকা সেই প্রাথমিক জ্ঞান যখন সময়ের গবেষণাগারে বারংবার পরীক্ষিত হয়ে অপরিবর্তিত থাকে, তখন তা জ্ঞানের অভিধা পায় এবং সত্যে উন্নীত হয় । বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়ই সত্য প্রকাশে নিয়ত ব্যস্ত । কিন্তু উভয়ের পথ ভিন্ন । তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এমনকি প্রগতিশীল শিল্পীসাহিত্যের অগ্রণী, যিনি বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মেও ঐতিহাসিক বোধ, মনোবিকলনী ধারার প্রয়োগকে বাস্তববাদের পরিপন্থি বলেই মনে করেন ননী ভৌমিক । সত্যকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রয়োজন বিমূর্ত ধারণা ও উপযুক্ত

চিত্রকল্প ; যা সকল লেখকের মধ্যে থাকে না। যাদের থাকে, তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠা পায়। আর না থাকলে স্বাভাবিকবাদ। এমনই এক সার্থক দৃষ্টান্ত রূপে প্রাবন্ধিক 'নীলদর্পণ' নাটকটি চিহ্নিত করেছেন।

চতুর্থ পর্যায়ে বাস্তবের প্রতিফলন। কিন্তু সে প্রতিফলনের প্রধান শর্ত তা জীবন্ত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে উঠে আসে পক্ষ-নিরপেক্ষতার কথা। প্রবন্ধ পাঠেই স্পষ্ট ১৯৫২ সালে AICC-র সাংস্কৃতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা পন্ডিত জহরলাল নেহেরু আহ্বান জানান প্রগতিশীল আদর্শ পরিত্যাগের। সেই ঘরানায় উপস্থিত হন বনফুল, সুবোধ ঘোষের মতো লেখকরাও। ননী ভৌমিক কংগ্রেস পন্থী সেইসব লেখকদের সাহিত্য সন্ধানে বাস্তববাদের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাননি। এই প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী দুটি পক্ষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই সকলে মার্কসবাদ কথিত বাস্তববাদের পক্ষে নয়। অর্থাৎ বাস্তববাদ হল সচেতনভাবেই পক্ষভুক্ত। এই পক্ষপাতিত্বের প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। ননী ভৌমিক মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এঁরা সকলেই পক্ষ গ্রহণ করেছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'নীলদর্পণ', 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি তাঁর সার্থক দৃষ্টান্ত। তবুও কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে এসবে। বাস্তবের প্রতিফলনের সেই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠতে ননী ভৌমিক স্তালিনের শরণাপন্ন হয়ে বলেছেন, 'শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের' পক্ষ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির। বিশ্বসাহিত্যে লিও টলস্টয়কে পক্ষপাতিত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন ননী ভৌমিক।

পঞ্চম পর্যায়ে ভাবসম্পদ। এ পর্যায়ের আলোচনায় সত্যকে বাস্তববাদে পরিণত করণের প্রক্রিয়ায় যে উপযুক্ত চিত্রকল্পের কথা বলেছিলেন সেই চিত্রকল্প যদি হয় বাস্তববাদের দেহ তবে ননী ভৌমিক ভাবসম্পদকে বলতে চেয়েছেন বাস্তববাদের প্রাণ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই উন্নত গভীর ভাবসম্পদ। আর এই ভাবসম্পদ বা প্রাণ রয়েছে বাংলা সাহিত্যের কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে, চারণ কবি নজরুলেও। যদিও মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যেও ভাবের অসঙ্গতি লক্ষ্য করে থাকেন ননী ভৌমিক। তবে তিনি আশাবাদী 'বাস্তব ক্ষেত্রে এদেশে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় এবং মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের সম্পর্কে অভিজ্ঞান এবং জীবনের প্রান্ত ক্ষেত্রের সত্যটুকুই মাত্র নয়, সবচেয়ে মূল সত্য, সবচেয়ে সংগ্রামী এবং সবচেয়ে গভীর ভাবসম্পদ অর্জন বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সম্ভব এবং প্রকৃত বাস্তববাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[২৯]

ষষ্ঠ পর্যায়ে অস্তিবাচক দিক। এ পর্যায়ে বাস্তববাদের দুটি শ্রেণির কথা প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। যথা, পুরাতন বাস্তববাদ এবং আধুনিক বাস্তববাদ। তাঁর মতে পুরাতন বাস্তববাদ সমালোচনাত্মক, কিন্তু আধুনিক বাস্তববাদ সমালোচনার গন্ডিতে আটকে নেই, 'সমাজের বিকাশমান দিক, বিপ্লবী গতিধারার দিক, অস্তিবাচক দিকগুলির সঠিক ও সত্য রূপায়ন'কে[৩০] অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করে। আর এই অস্তিবাচক বা ইতিবাচক বিষয় মূলত নায়ক ভাবনার অনুষঙ্গে জড়িত। যুগধর্ম মেনে প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু নায়ক চরিত্র সাহিত্য পিপাসু পাঠকের মনকে দোলা দেয়, যেমন লাউসেন, কালকেতু, চাঁদ সদাগর, রঘু ডাকাত কিংবা তোরাপ, রাবণ, রমেশ, সব্যসাচী, আনন্দময়ী। অবশ্য নেতিবাচক নায়কের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন করালী, শশী কিংবা নীলুকে। প্রাবন্ধিক আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একসময়ে বাংলা সাহিত্যে নায়ককেই অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ননীবাবু বিশ্বাস করেন বর্তমানে বাংলা সাহিত্য রচয়িতাগণের সম্মুখে ইতিবাচক নায়কের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অহল্যা, লতিক, রামলছমন, নুনিয়া – এঁরা সকলেই ইতিবাচক নায়ক হবার যোগ্য। বলাবাহুল্য যে, তেভাগা আন্দোলনের নারী শহীদ

অহল্যাকে নিয়ে স্বয়ং ননী ভৌমিক 'অহল্যা নৃত্যনাট্য' রচনা করেন। যে নৃত্যনাট্যটি প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ তথা ব্যালে গ্রুপের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়।

সপ্তম পর্যায়ে 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা'। রোমান্টিকতা সাহিত্যের বহুল চর্চিত বিষয়। কিন্তু 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা' বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বলেই ননীবাবুর অভিমত। এ পর্যায়ে ননীবাবু বারংবার গোর্কীর শরণাপন্ন হয়েছেন। বাস্তববাদী সাহিত্যে রোমান্টিকতা থাকে। কিন্তু সে রোমান্টিকতা বাস্তববাদী ভাববস্তুকে আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এমন একটি সম্ভাবনা তৈরি করে যা, বাস্তবতারই পরিপূরক। অবশ্য সেই রোমান্টিকতাকে হতে হবে, 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা'। প্রাবন্ধিক বিশ্বাস করেন, বাংলা সাহিত্যে 'বিপ্লবি রোমান্টিকতা' এখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি। 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা' না-প্রতিষ্ঠার দুটি বিচ্যুতির কথা ননীবাবু উল্লেখ করেছেন। যথা, চরম রোমান্টিকতা এবং রোমান্টিকতা বিরোধিতা। প্রথম শ্রেণিতে কল্লোল-গোষ্ঠী এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রগতিশীল-গোষ্ঠী। কিন্তু প্রকৃত বাস্তববাদে উক্ত বিচ্যুতিদ্বয়ের কোনো স্থান নেই।

সমগ্র প্রবন্ধটির সর্বশেষ পর্যায় 'উপসংহারে' এসে প্রাবন্ধিক বাস্তববাদ নয় প্রকৃত বাস্তববাদের আলোচনায় নিমগ্ন। এ পর্বে প্রকৃত বাস্তববাদের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন- ক) সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রতিফলন, খ) পক্ষভুক্ত শিবিরাশ্রয়ী, গ) ভাববস্তু, ঘ) চিত্রকল্প, ঙ) প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র, চ) বাস্তবের মূল মর্ম গ্রহণ, ছ) পুরাতন বাস্তববাদের গণ্ডি অতিক্রম, জ) ইতিবাচকতা। সবশেষে তিনি প্রকৃত বাস্তববাদকে 'বিপ্লবী বাস্তববাদ' বলে চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে আশাব্যঞ্জিত সুরে ঘোষণা করেছেন, 'তার প্রাথমিক স্ফূরণও একেবারে অনুপস্থিত নয়।'[৩১] লক্ষ্যণীয়, ননী ভৌমিক প্রবন্ধটি শুরু করেছিলেন 'বাস্তববাদ' দিয়ে কিন্তু সমাপ্তি ঘোষণা করলেন 'প্রকৃত বাস্তববাদে'র আলোচনায়। পাঠ-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত চিঠির উত্তরে ননী ভৌমিক যেকথা সচেতনভাবেই জানিয়েছিলেন আশীষবাবুর উদ্দেশ্যে।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, ননী ভৌমিক স্বয়ং বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠায় সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ? প্রবন্ধের পাঠ বস্তুতেই তার উত্তর মেলে। প্রবন্ধটির তৃতীয় পর্যায় 'মর্ম গ্রহণের সমস্যা' অংশে স্বয়ং প্রাবন্ধিক স্বীকার করে নিয়েছেন, 'কমবেশি এই ধরনের ত্রুটি সমরেশ বসু ও বর্তমান লেখকসহ বামপন্থী লেখকদের কিছু লেখার মধ্যেও এখনো বর্তমান। প্রত্যক্ষ জীবনের নানা টুকরো টুকরো জীবন্ত দৃশ্য, অনুভূতি ইত্যাদি এলেও গভীর ভাবসম্পদের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি কম পড়েছে।'[৩২] তিনি আরও স্বীকার করে নিয়েছেন উপযুক্ত চিত্রকল্প প্রয়োগের অপারগতা। আর জ্ঞানার্জনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তার স্বীকারোক্তি, 'বলতে বাধা নেই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান লেখকসহ বামপন্থী লেখকদের মধ্যে এই ত্রুটিও কমবেশি বর্তমান। এই ত্রুটির চূড়ান্ত রূপ হল 'ছককাটা' 'স্লোগানসর্বস্ব' ধরণের লেখায়।'[৩৩]

উক্ত বিবৃতিতে লক্ষ্য করার বিষয় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' নামটি। কেননা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী আদর্শ আত্মস্থ করে সাহিত্যে 'বাস্তববাদ' প্রতিষ্ঠায় যথার্থতা লাভ করেছেন। একদা কল্লোলীয় বাস্তববাদের ঢক্কানিনাদে কান ঝালাপালা পরিস্থিতিতে মানিকবাবুর বিবৃতি, 'প্রকৃত বাস্তববাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।'[৩৪] কল্লোল, কালি-কলমীয় প্রচারসর্বস্ব বাস্তব সাহিত্যকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করা হয় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাতেও। এক ব্যঙ্গ-কবিতায় লেখা হয়-

'সম্পাদক কহে হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি
কলাবাগানের চেয়ে সত্য, কবি তব মনোভূমি।
বস্তিকথা রচিলেই কাব্য *তব* হইবে *বাস্তব*।'[৩৫]

যে বস্তিসাহিত্যকে বাস্তববাদ বলে অস্বীকার করেন স্বয়ং ননী ভৌমিকও। 'পরিচয়ে'র পাঠক-গোষ্ঠীতে আশীষ বর্মণের চিঠির প্রত্যুত্তরে ননীবাবু স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রবন্ধটির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কথা। তথাপি 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা' নিয়ে সাহিত্যতত্ত্বের যে নিগূঢ় আলোচনা 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় সেদিন ননী ভৌমিক সূচনা করেছিলেন তা আধুনিক বাংলা সাহিত্যতত্ত্বের আঙিনায় পথের দিশারী হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমান প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিকের যে বিশিষ্টতা , সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পর প্রথমেই উপলব্ধিত তাঁর পাঠক প্রবৃত্তি। সে পাঠ বাংলা সাহিত্য ছাড়িয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত। রবীন্দ্র-আত্মীকরণ তাঁর প্রাবন্ধিক তথা সাহিত্যিক প্রবণতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বীকৃতি। তাঁকে 'রবীন্দ্র-অনুরাগী' বললেও অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়ত, তাঁর সমালোচক প্রবৃত্তির নবত্ব। সে নবত্ব সাহিত্যে বাস্তববাদের রূপায়নে। 'পরিচয়ে'র 'পাঠকগোষ্ঠী'র পত্রাবলিতেও যার স্বীকৃতি। চতুর্থত, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রবণতা (এ বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি স্মরণযোগ্য)। পঞ্চমত, সামাজিকতা। ননী ভৌমিক এমন একজন রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষীত মানুষ, যিনি স্বপ্ন দেখতেন ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। ষষ্ঠত, বিষয় নির্বাচন। তাঁর সকল প্রবন্ধই মার্কসবাদের আঁতুড়ঘরে প্রসূত। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। সাহিত্য ও জীবন মিলেমিশে একাকার। সপ্তমত, স্পষ্টবাদীতা। যে স্পষ্টবাদীতার হাত থেকে রেহাই পাননি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু সতীনাথ ভাদুড়ী কিংবা নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। অষ্টমত ভাষা। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা জটিলতার খোলসমুক্ত হলেও সে ভাষার তীক্ষ্ণতা অভাবনীয়। যথা, 'গ্রাম্য জমিদারের মধ্যাহ্নবিশ্রামের উপযোগী একটি চিন্তাহীন পরিতৃপ্তির সুরে বাংলা সাহিত্যের বনেদী আলোচনাগুলি আশ্চর্যরকম এলায়িত।'[৩৬] আর কিছুটা সময় হাতে পেলে বাংলা সাহিত্য যে একজন প্রথম সারির প্রাবন্ধিক উপহার পেত, তা বলাইবাহুল্য। তথাপি যে ঐতিহাসিক টালমাটাল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে সমাজের শ্রেণি স্বার্থ রক্ষায় তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ আমাদের উপহার দিলেন, তাতে ব্যক্তি ও সাহিত্যিক ননী ভৌমিকের বহুমুখী প্রতিভার একটি পালক 'প্রাবন্ধিক ননী ভৌমিক' স্বাভাবিকতার বশেই সম্পৃক্ত হয় বাস্তবতার প্রয়োজনে।

তথ্যসূত্র:

১। দে, বিষ্ণু, 'রাজায়-রাজায়', 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক ৩', ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ব্লক-'ঈ', ফ্ল্যাট-১৮, কলিকাতা-৫৪, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৮, পৃ. ৩৮৯

২। মুখোপাধ্যায়, অশোক, 'সাহিত্য সমালোচক ননী ভৌমিক', 'কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই', গৌতম অধিকারী (সম্পা.), ৫৯ শ্রীমা রোড, ৩য় তল, কাঁঠালতলা, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫, সপ্তম সংকলন, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৫৬

৩। ইসলাম, নজরুল, 'সঞ্চিতা', ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বাবিংশ সংস্করণ, মাঘ, ১৩৭৯, পৃ. ৯৭
৪। ঐ, পৃ. ৯৭
৫। ভৌমিক, ননী, 'ধুলোমাটি', গল্পসরণি, হোলি অ্যাপার্টমেন্ট, ৪ যশোর রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০০৯, গল্পসরণি প্রথম সংস্করণ, কার্ত্তিক ১৪১৯, পৃ.
৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬, আশ্বিন ১৪২৩, পৃ. ২১৩
৭। ঐ, পৃ. ২১৪
৮। ভৌমিক, ননী, 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক (সম্পা.) , ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৩৪১
৯। ঐ, পৃ. ৩৪১
১০। গোস্বামী, সুনীল, পাঠকগোষ্ঠী, 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক (সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯, পৃ. ৪৫৩
১১। জনৈক পাঠক, পাঠকগোষ্ঠী, 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪
১২। জনৈক পাঠক(দ্বিতীয়), পাঠকগোষ্ঠী, 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯, পৃ. ৪৫৪
১৩। ঘোষ, অমরেন্দ্র, পাঠকগোষ্ঠী, 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯, পৃ. ৪৫৩
১৪। বিশ্বাস, দিলীপকুমার, 'আঙ্গিক এবং ভাবসম্পদ', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কার্তিক ১৩৬০, পৃ. ৩৪৩
১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্ত, 'বাস্তববাদ প্রসঙ্গে', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, পৃ. ৪১৬
১৬। বর্মণ, আশীষ, 'বাস্তববাদ-প্রসঙ্গে', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ. ১৪১
১৭। ভৌমিক, ননী, 'লেখকের বক্তব্য', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ. ১৪৩
১৮। ঐ, পৃ. ১৪৪
১৯। ঐ, পৃ. ১৪৪
২০। ভৌমিক, ননী, 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৩৪১
২১। ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬, আশ্বিন ১৪২৩, পৃ. ৪২
২২। ভৌমিক, ননী, 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৩৪১
২৩। ঐ, পৃ. ৩৪২

২৪। ঐ, পৃ. ৩৪৩
২৫। ঐ, পৃ. ৩৪৩
২৬। ঐ, পৃ. ৩৪৩
২৭। ঐ, পৃ. ৩৪৪
২৮। ঐ, পৃ. ৩৪৫
২৯। ঐ, পৃ. ৩৫১-৫২
৩০। ঐ, পৃ. ৩৫২
৩১। ঐ, পৃ. ৩৫৬
৩২। ঐ, পৃ. ৩৪৮
৩৩। ঐ, পৃ. ৩৪৮
৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'লেখকের কথা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা -১, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ২৮
৩৫। ঘোষ, নির্মাল্য কুমার, 'প্রজাপতির পদযুগল আর এক ধুলোমাটির লেখক', 'কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই', গৌতম অধিকারী(সম্পা.), ৫৯ শ্রীমা রোড, ৩য় তল, কাঁঠালতলা, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫, সপ্তম সংকলন, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৬
৩৬। ভৌমিক, ননী, 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা', 'পরিচয়', গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক(সম্পা.), ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, ২২ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ৩৪১